গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুষ্ঠিত ৩৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ, মঙ্গলবার, সকাল: ১১.০০ টা
স্থান	:	ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম Zoom Meeting Id: 4055070685, Passcode: bkkb123
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (সচিব) ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন ৩৭তম বোর্ড সভা ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা করা হয়েছে। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে কোনরুপ সংশোধনী না পাওয়ায় ৩৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ০২। ৩৭তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সভা: ৩৭তম বোর্ড সভা
সভার তারিখ: ২৫ জুন, ২০২৩

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশায় ১২ তলা ২টি কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশায় ১২তলা ২টি কল্যাণ ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ২৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ সংশোধন করে অত্র বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ডিপিপি'র ওপর ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যালোচনা সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডিপিপি প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প:** অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) ১০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও বোর্ডের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চট্টগ্রাম জোন এর কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন ২০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে নকশা সৌন্দর্যমন্ডিত করা এবং গণপূর্ত ই/এম বিভাগের প্রাক্কলন পুনঃপর্যালোচনা করে একটি	প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা এবং ব্যয় প্রাক্কলন যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

	স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাক্কলন দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতঃমধ্যে গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, চট্টগ্রাম এর নির্বাহী প্রকৌশলী পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেন যে, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব বাদ দিয়ে ৮তলা পর্যন্ত শপিং কমপ্লেক্স এবং ১৮-১৯তলায় সিনেপ্লেক্সসহ মোট ১০টি ফ্লোর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় থাকবে। অন্যান্য ফ্লোরগুলোতে প্লাগ এন্ড প্লে সিস্টেমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থাসহ আউটডোরগুলো ভবনের বাহিরে সুন্দরভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা থাকবে। এতে আনুমানিক ২১.৭০ (একুশ কোটি সত্তর লাখ) কোটি টাকা ব্যয় হবে। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে প্রাস্তাবিত প্রাক্কলনে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪০.৫৮ (চল্লিশ কোটি আটান্ন লাখ) কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল।		
২.৩	**মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের নিজস্ব ভূমিতে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:** মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের নিজস্ব ভুমিতে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ওপর ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। তবে, উক্ত বিষয়ে সম্প্রতি ড্যাপ এর প্রযোজ্য অংশের সংশোধনী এনে ভবনের উচ্চতা নিরুপনের ক্ষেত্রে আরও ০৩ (তিন) বছরের জন্য সময় বর্ধিত করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সেক্ষেত্রে ১৫তলার পরিবর্তে ২০তলা ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের নিজস্ব ভুমিতে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য প্রণীত ডিপিপি পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৪	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প:** বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত সরকারি কমিউনিটি সেন্টারের স্থলে ১২তলা 'কল্যাণ ভবন' এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।	বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত সরকারি কমিউনিটি সেন্টারের স্থলে ১২তলা 'কল্যাণ ভবন' এর স্থাপত্য নকশা এবং ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৫	**পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা:** জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল ও জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর সাথে সমন্বয় করে আইনানুগভাবে মামলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিসহ ভুমি প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড / বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল/ জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
২.৬	**বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ:** জেলা প্রশাসক, বান্দরবানকে বন্দোবস্তকৃত ভুমির সীমানা ও চৌহদ্দি নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং জেলা প্রশাসক, বান্দরবান এর সাথে সমন্বয় করে বন্দোবস্তকৃত ভুমির সীমানা ও চৌহদ্দি নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

২.৭	**রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি অধিগ্রহণ:** (ক) বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অধিগ্রহণকৃত ভুমি রিজিউম করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হলে শ্রোতাগণ কর্তৃক এএম এর অনুষ্ঠান ঠিকভাবে শুনতে না পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর আপত্তি উত্থাপন করার উক্ত ভুমি কল্যাণ বোর্ডেকে বন্দোবস্ত করা সমীচীন হবে না মর্মে জানানো হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, রংপুর কর্তৃক ব্যক্তিমালিকাধীন ০.৬০ একর ভুমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য ১৮ জুলাই, ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিমালিকনাধীন ভুমি অধিগ্রহণের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হতে পারে সে বিষয় জানতে চেয়ে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, রংপুর এর অনুকূলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) জেলা প্রশাসকের কাযালয়, রংপুর থেকে ব্যক্তিমালিকনাধীন ভুমি অধিগ্রহণ বা ক্রয়ের জন্য মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণের পরিবর্তে সুবিধাজনক স্থানে খাস জমি বা অন্য সংস্থার অধিগৃহীত অব্যবহৃত/ পরিত্যক্ত জমি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ/বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর/ বরিশাল/ ময়মনসিংহ
	(খ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে খাসজমি বরাদ্দের জন্য ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ অফিস হতে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিবীড় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের Land Use Plan এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ভুমি বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।	(খ) Land Use Plan এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এর জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
	(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এবং বোর্ডের আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের জন্য শহরের মধ্যে খাস কিংবা ভিপি জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, বরিশালকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল লুকাস কম্পাউন্ডে ০.৩৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ প্রদানে কোন সমস্যা নেই মর্মে সভায় অবহিত করেন।	(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুকূলে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের জন্য বরিশাল সদরের লুকাস কম্পাউন্ডে ০.৩৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
২.৮	**শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে RAB নিকট থেকে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকাধীন শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে ইতঃপূর্বে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	যথোপযুক্ত কারণ/যৌক্তিকতা উল্লেখ করে জননিরাপত্তা বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৯	**চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান:** ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের রাজস্ব শাখায় টেলিফোনে	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গল সলিমপুর মৌজায় ২০ (বিশ) একর সরকারি জমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিভাগীয়	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/ জেলা

	যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায় যে, জঙ্গল সলিমপুরের সকল জায়গা এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ইতঃমধ্যে মামলা হয়েছে। সম্পূর্ণ উচ্ছেদের কাজ সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। সম্পূর্ণ জায়গা উদ্ধার হলে তা বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম শুরু হবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাহিদাকৃত ২০ (বিশ) একর জায়গা জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে মর্মেও জানানো হয়।	কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	প্রশাসক, চট্টগ্রাম/বিভাগীয় পরিচালক, চট্টগ্রাম।
২.১০	**ঢাকা মহানগর ব্যতীত ০৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন:** বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা হতে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। অগ্রগতি প্রতিবেদনে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন বিষয়ে খুলনার জোড়াগেটস্থ সরকারি কর্মচারী কল্যাণ কেন্দ্রের ভবন ব্যবহার করা হবে এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি টিম গঠনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।	ঢাকা মহানগর ব্যতীত ০৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি বিষয়সহ পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১১	**কল্যাণ তহবিল মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি:** সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মুলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে কর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ০৭ মে, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের যৌথবীমা কর্তনের সাথে বোর্ডের আইন সংশোধনের বিষয়টি জড়িত বিধায় তাঁদের (১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারী) মতামত গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম কর্তনের বিষয়ে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের পূর্বে কর্মচারীদের/ কর্মচারী সমিতিসমূহের মতামত গ্রহণ করতে হবে। মতামত প্রাপ্তির পর পররর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১২	**বোর্ডের অনুদান বৃদ্ধি:** বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অনুকূলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রস্তাবিত হারে অনুদান বৃদ্ধিতে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিগত ৫(পাঁচ) বছরের আয়-ব্যয় হিসাব পর্যালোচনা করতে হবে। বিগত বিগত ৫(পাঁচ) বছরে প্রদত্ত অনুদানের হিসাব পর্যালোচনায় কি পরিমান অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হতে পারে এবং অতিরিক্ত অর্থ কিভাবে নির্বাহ হবে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১৩	**সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:** গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ পানিসাইল মৌজায় খাস খতিয়ানভুক্ত ৩.৭০২৫ একর ভুমি সরেজমিন পরিদর্শন করে সুস্পস্ট মতামত/ নতুন ও বিকল্প প্রস্তাবনা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ একটি কমিটি গঠিত হয়। গঠিত কমিটি গত ২২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পানিসাইল মৌজায় খাস খতিয়ানভুক্ত ৩.৭০২৫ একর ভুমি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।	গঠিত কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন সহ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে সমন্বয় করে বন্দোবস্তকৃত ভূমিতে করণীয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

	সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	
২.১৪	**স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন পদ সৃষ্টি:** স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন শূণ্যপদে ৬৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং নিয়োগপ্রাপ্তগণ ০১ নভেম্বর, ২০২২ তারিখ যোগদান করেন। নীতিমালা অনুসারে অবশিষ্ট শূণ্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	৩৭তম বোর্ড সভায় বিষয়টি অনুমোদিত। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১৫	**মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্পোকেন ইংলিশ ও ফ্রিল্যান্সিং কোর্স চালু এবং প্রাথমিক পরিচর্যা কোর্স বাতিল:** মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক নেই। তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে অথবা আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে ছাত্রী ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যায়নি।	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১৬	**জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা চালু:** সাধারণ চিকিৎসা অনুদান এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের অনলাইন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য Requirement (চাহিদা) প্রস্তুত করা হয়েছে। Requirement (চাহিদা) অনুসারে সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অন্যদিকে, বোর্ডের কল্যাণভাতার Realtime রিকনসিলেশন কার্যক্রম সম্পাদন এবং কল্যাণভাতা-যৌথবীমা-দাফন অনুদানের Service Simplification Software এর ভার্সনিং করার লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তমতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ এটুআই-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এটুআই হতে প্রয়োজনীয় জনবল পাওয়া গেলে বোর্ডের সকল সেবা Single Sign On (SSO) System এর মাধ্যমে চালু করা সম্ভব হবে।	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.১৭	**সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন:** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত/অবসরপ্রাপ্ত অসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বিদেশ ভ্রমণে বিমানবন্দরে সহায়তার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেল্প ডেক্স/কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে ২২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। বর্ণিত হেল্প ডেক্স/কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভা করবেন। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

		কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিক ভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	
২.১৮	**সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের জন্য মেধাবৃত্তি প্রদান:** সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের মেধাবী সন্তানদের "মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৩" সংশোধনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশিকা পুনঃসংশোধন করে অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.১৯	**কর্মচারীর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের আজীবন কল্যাণভাতা প্রদান:** সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সুবর্ণকার্ডধারী প্রতিবন্ধী সন্তানদের তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।	প্রশাসনিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির জন্য পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকেও উক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রশাসনিকোবে যোগাযোগ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.২০	**বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ:** "চিকিৎসক নিয়োগ নির্দেশিকা- ২০২৩" সংশোধনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশিকা পুনঃসংশোধন করে অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। । পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২১	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইন সংশোধন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা প্রশাসক ও সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের কপি প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২২	**সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে জীবন বীমা সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে একটি বীমা কোম্পানি গঠন:** একটি স্বতন্ত্র জীবন বীমা কোম্পানি গঠন এবং পরামর্শক নিয়োগ ও পরামর্শকের কার্যপরিধি নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন জ্ঞাপনের অনুরোধ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৩	**সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানে স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)-কে অন্তর্ভুক্তকরণ:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৭ আগস্ট,	কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন সংশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনে বিষয়টি	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/

	২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা প্রশাসক ও সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে প্রস্তাবিত খসড়া আইনের কপি প্রেরণ করা হয়েছে।	অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৪	**অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদান:** প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের বিষয়ে অর্থবিভাগ থেকে এখন পর্যন্ত মতামত পাওয়া যায়নি। অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া গেলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৫	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একটি নিজস্ব লোগো অনুমোদন:** পুনঃবিজ্ঞপ্তিতে স্মার্ট লোগো ডিজাইন জমা প্রদানের সর্বশেষ তারিখ ২০ জুলাই, ২০২৩ নির্ধারিত ছিলো। উক্ত তারিখ পর্যন্ত কোন লোগো ডিজাইন পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, বিভাগীয় পরিচালকগণের মাধ্যমে পেশাদার নক্সাকারদের নিকট হতে পূর্বে প্রাপ্ত লোগো বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা হতে ০১টি লোগো পাওয়া গেছে।	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.২৬	**২৪ নভেম্বর, ২০২২ এ অনুষ্ঠিত বোর্ড এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার সুপারিশ/ প্রস্তাবনা অবহিতকরণ:** সমন্বিত সুপারিশ/প্রস্তাবনা নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।	সমন্বিত সুপারিশ/ প্রস্তাবনাসমূহকে নিম্নরূপ ক্যাটাগরিতে বিভাজন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে: (ক) ১ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য (খ) ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য (গ) ৩ মাসের অধিক সময়ে বাস্তবায়ন যোগ্য। উক্ত ক্যাটেগরি অনুযায়ী যে সুপারিশ/ প্রস্তাবনার বিষয়ে বোর্ড সভার অনুমোদন প্রয়োজন সেটি বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে। যে সুপারিশ /প্রস্তাবনা প্রশাসনিকভাবে বাস্তবায়ন যোগ্য সেটি প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.২৭	**আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২টি গাড়ি ভাড়া:** প্রাপ্ত দরপত্র ০৩ (তিন) টি "দরপত্র প্রস্তাব ও মূল্যায়ন কমিটি" কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় এবং উদ্বৃতদর বাজারদরের চেয়ে বেশী হওয়ায় দরপত্রগুলো সরকারের Public Procurement Regulation, 2008 এর	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

	বিধিমতে Non-Responsive করা হয়েছে এবং HOPE এর অনুমোদনক্রমে দরপ্রাপ্তগুলো বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ০২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		
২.২৮	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা- ২ শাখা হতে ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৬৭টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৩টি সহ মোট ২৫০টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত ০৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ সভা আহবান করা হয়েছে।	৩৬তম বোর্ড সভার নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিক-ভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.২৯	**বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সংস্থান:** বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ভুমি বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।	ভুমি বরাদ্দ চেয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩০	**সরকারি মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ঢাকায় ডরমেটরি/ রেস্টহাউস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সংস্থান: ঢাকা শহরের বাহিরে কর্মরত** সরকারি মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ঢাকায় ডরমেটরি/ রেস্টহাউস নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ১ একর ভুমি বরাদ্দের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ভুমি বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। সভায় মহিলা কর্মচারীগণসহ পুরুষ ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য একমত পোষণ করা হয়। অন্যদিকে, সরকার হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে ৪ হাজার বর্গফুটের ১টি নতুন ফ্ল্যাট ক্রয় করে পাইলট ভিত্তিতে ডরমেটরি/রেস্টহাউস সেবা প্রদানের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।	ভুমি বরাদ্দ চেয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩১	**বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) তারকা হোটেল নির্মাণের জন্য ভূমির সংস্থান:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ৫(পাঁচ) তারকা মানের ১টি আবাসিক হোটেল নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর সন্নিকটে রাজউক এর আওতাধীন ঢাকার উত্তরায় ন্যূনতম ৫(পাঁচ) একর ভুমি বরাদ্দের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভুমি প্রাপ্তির পর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের ১টি আবাসিক হোটেল নির্মাণের নিমিত্ত ০৫ (পাঁচ) একর ভুমি বরাদ্দের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	
২.৩২	**সারা দেশে প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ ল্যাবরেটরির সাথে সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/ প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের জন্য MOU সম্পাদন:** কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/ ডায়াগনস্টিক প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের জন্য সারা দেশের প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ ল্যাবরেটরির সাথে MOU সম্পাদনের জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত MOU স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করে জরুরি ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়ে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৩৩	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিতে ১২টি বড়বাস ও ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়:** বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় কমপক্ষে ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিসহ অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি ৩৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত। ৩৬ ও ৩৭তম বোর্ড সভায়ও উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬টি বাস ক্রয়ের বিষয়ে সম্মতি প্রদানের বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩৪	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস চালুকরণ:** কেয়ারগিভার/ অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কেয়ারগিভার/ অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩৫	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা চালুকরণ:** কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা প্রদানের বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত হিসাবে গণ্য	-
২.৩৬	**কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ড্রাইভিং ট্রেনিং চালুকরণ:** (১) ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর অনুরোধ করে বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও গাড়ির ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

	তাঁদের স্পাউসসহ (স্ত্রী/স্বামী) পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। (৩) কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের স্পাউসদের (স্ত্রী/স্বামী) অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী মূল্যে গাড়িচালনায় (Driving) প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ করে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		
২.৩৭	**অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ:** রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক এর কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ফ্রিজার ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	বর্ণিত বিষয়ে পত্র যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রশাসনিকভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৩৮	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে তালিকাভুক্তির জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত নতুন আবেদনসমূহ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** (১) আবেদনকৃত ২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত ৮টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত করে ০২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। (২) বোর্ডের বর্তমান তালিকাভুক্ত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠান যারা এখনও পর্যন্ত iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি তাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে iBAS++ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ৩০ জুলাই, ২০২৩ তারিখের ৩৪০ সংখ্যক স্মারকে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৩৯	**হাসপাতালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন:** পৃথক কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে "কল্যাণ ডেস্ক" স্থাপনের বিষয়ে ২৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৭তম বোর্ড সভার নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'কল্যাণ ডেস্ক' স্থাপনের বিষয়ে যোগযোগ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৪০	**বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৭তম বোর্ড সভার নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৪১	**বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রমঘন কাজের জন্য সম্মানী প্রদান:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের শ্রমঘন কাজের জন্য সম্মানী প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের অনুরোধ করে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র	৩৭তম বোর্ড সভার নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন),

	প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৪২	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে "কল্যাণ বার্তা" প্রকাশ:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে "কল্যাণ বার্তা" প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিষয়টি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কাজের অংশ হওয়ায় তা পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
২.৪৩	**সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণ ও শ্রদ্ধানিবেদন এর ভুতাপেক্ষ অনুমোদন:** (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৃত্যুতে শ্রদ্ধানিবেদনের বিষয়ে প্রস্তুতকৃত ধারণাপত্রটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভূত থাকবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

৩.০ উপরোক্ত ছকের ক্রমিক ২.১৩ থেকে ২.৪৩ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

আলোচ্যসূচি ২.০ এর ছকের ২.১৩ থেকে ২.৪৩ পর্যন্ত ক্রমিকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;

৪.০ বিষয়: জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা, সাধারণ চিকিৎসা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে ০১/০৭/২০১৯ তারিখ হতে-

- চাকুরিরত অবস্থায় কোন কর্মচারী জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হলে এক বা একাধিকবার সমগ্র চাকরিজীবনে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা প্রদান করা হয়;
- কর্মচারীর নিজের ও তাঁর ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিবছর (জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত) একবার সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;
- কর্মচারীর মৃত্যুতে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান বাবদ একবারে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা এবং কর্মচারীর ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

উপরে বর্ণিত অনুদানের পরিমাণ সর্বশেষ ০১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বৃদ্ধি করা হয়। দীর্ঘ ০৪ (চার) বছর যাবত বর্ণিত হারে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে যা বর্তমান সময়ে খুবই সামান্য। অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ ৩৫তম বোর্ড সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা কর্তন সাপেক্ষে সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা হতে ৬০ (ষাট) হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়;

(২) সরকারি অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি সাপেক্ষে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ ২ (দুই) লাখ টাকা হতে ৪ (চার) লাখ টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৩৫তম বোর্ড সভায় সাধারণ চিকিৎসা এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হলেও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে কোন আলোচনা না থাকায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। কর্মচারীর মৃত্যুতে তাঁর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্তমানে প্রদেয় ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে বর্তমানে প্রদেয় ১০ (দশ) হাজার টাকার পরিবর্তে ২৫ (পচিশ) হাজার টাকা দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

বোর্ড সভার সিদ্ধান্তমতে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে এবং দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের পরিমাণ প্রস্তাবিত হারে বাড়ানো হলে অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা নিম্নরূপ (উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণে বিগত ০৩ অর্থবছরের উপকারভোগীর সংখ্যার গড় করা হয়েছে):

টেবিল-১ (বাৎসরিক হিসাব):

খাতের নাম	বর্তমানে প্রদেয় হার	উপকারভোগী	প্রস্তাবিত হার	অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ	মোট অনুদান বৃদ্ধির পরিমাণ
সাধারণ চিকিৎসা	৪০,০০০/-	২৫,০০০ জন	৬০,০০০/-	২০,০০০/-	৫০,০০,০০,০০০/-
জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের অনুদান	২,০০,০০০/-	২,০০০ জন	৪,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৪০,০০,০০,০০০/-
দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান (নিজ)	৩০,০০০/-	২,৫০০ জন	৫০,০০০/-	২০,০০০/-	৫,০০,০০,০০০/-
দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান (পরিবার)	১০,০০০/-	৫৫০ জন	২৫,০০০/-	১৫,০০০/-	৮২,৫০,০০০/-
				মোট=	৯৫,৮২,৫০,০০০/-

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কৃচ্ছ্রতা সাধনের প্রেক্ষাপটে সরকারি কর্মচারীদের অনুকূলে অনুদান বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা সমীচীন হবে কিনা এবং বোর্ডের আয়-ব্যয় পর্যালোচনা করে অতিরিক্ত অর্থ কিভাবে নির্বাহ হবে সে বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: নীতিগতভাবে অনুমোদিত। প্রস্তাবিত হার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়-ব্যয় হিসাবসমূহসহ অতিরিক্ত অর্থের উৎসের বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনাসহ পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৫.০ বিষয়: বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিরত অবস্থায় কর্মচারীগণের মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজণিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক অনুদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কল্যাণ শাখার কর্তৃক ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের ০৫.১২৩.০০২.০০.০০.০৩৩.২০১৩.৩২৫ নং স্মারকের মাধ্যমে "বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৩" জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৩ সাল হতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরকে এককালীন ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ২ (দুই) লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে মৃত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পরিবারের অনুকূলে এবং অক্ষমতাজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে অনুমোদিত টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.২৩.০৫.০০১.১৬.৭০০ সংখ্যক গেজেটের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরকে এককালীন অনুদানের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার স্থলে ৮ (আট) লাখ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এককালীন অনুদানের পরিমাণ ২ (দুই) লাখ টাকার স্থলে ৪ (চার) লাখ টাকা করা হয়।

বর্তমানে "বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)" অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক, মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তরসহ সকল সরকারি অফিস ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণের আবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার অফিস কর্তৃক এবং জেলা পর্যায় ও এর অধীন কার্যালয়সমূহের সকল আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত বর্ণিত কার্যক্রম বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে স্থানান্তর করা হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুতে এবং অক্ষতাজনিত কারণে কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে পরিশোধিত মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের আবেদনের সাথে ৮ (আট) লাখ টাকা ও ৪ (চার) লাখ টাকা প্রাপ্তির বিষয়ে আবেদনকারী একইসাথে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে সকল অনুদান একত্রে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। ফলে আবেদনকারী একত্রে অনুদানের যাবতীয় টাকা প্রাপ্য হবেন। অন্যদিকে, একই ধরনের কাজ বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে পরিশোধিত হওয়ায় মৃত কর্মচারীর পরিবার এবং অক্ষম কর্মচারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। একই দপ্তরের মাধ্যমে অনুদানসমূহ একত্রে প্রদান করা হলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় তা থেকে আবেদনকারীগণ পরিত্রান পাবেন। সার্বিক বিবেচনায় বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন ৮ (আট) লাখ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এককালীন ৪ (চার) লাখ টাকা অনুদান প্রদানের কার্যক্রম বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

অর্থায়ন:
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে "কল্যাণ অনুদান (৩৭২১১০২)" খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটে "বিশেষ অনুদান (৩৬৩১১০৭)" খাতে উপযোজন করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে এবং এজন্য কোন অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না।

সিদ্ধান্ত: বিদ্যমান আইন, বিধি এবং নীতিমালার আলোকে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৬.০. কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক ও ৯টি বিদেশি ব্যাংকসহ মোট তালিকাভুক্ত ৬১টি ব্যাংক এবং ০৫টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক রয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর মাধ্যমে "ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড", বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক "আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক", বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক "কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ" এবং প্রবাসীদের জন্য "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" পরিচালিত হলেও অসামরিক কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য কোন ব্যাংক এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অসামরিক কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০০৪ সালের ১ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বোর্ড অসামরিক সরকারি কর্মচারী, বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ প্রায় ১৯ লক্ষ কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ০১ (এক) কোটি সদস্যকে নানাধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। তন্মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন যৌথবীমা অনুদান, কল্যাণভাতা ও দাফন অনুদান প্রদান অন্যতম। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হলে বা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের বিপরীতে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান করে থাকে। অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য সেবার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য পরিবহন সেবা এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন ট্রেডকোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৬ (থ) তে নিম্নবর্ণিত বিধান রয়েছে:
"সময় সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে যৌক্তিক, বাস্তবধর্মী ও অধিকতর কল্যাণমুখী নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ"।

অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বৃহত্তর কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় রেখে আইনের ৬ (থ) ধারার বিধানমতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক একটি ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে "কল্যাণ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ খুব সহজেই নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন:

(১) ব্যাংক হিসাব খোলা, সংরক্ষণ এবং পরিচালনা;
(২) স্বল্পসুদে ঋণ গ্রহণ;
(৩) পেনশন স্কিমে বিনিয়োগ;
(৪) স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ;
(৫) সঞ্চয়পত্র সুবিধা;
(৬) ব্যাংক গ্যারান্টি;
(৭) বৈদেশিক বাণিজ্য;
(৮) এস. এম. এস ব্যাংকিং ও অনলাইন সেবা;
(৯) অর্থ স্থানান্তর (RTGS, EFT) সুবিধা;
(১০) লকার সুবিধা;
(১১ অভিযোগ সেল সুবিধা; ইত্যাদি

কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম একটি ব্যাংক লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

- ❖ ন্যূনতম মূলধন;
- ❖ ন্যূনতম মূলধন অনুপাত;
- ❖ ব্যাংকের মালিক, পরিচালক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য 'ফিট অ্যান্ড প্রপার' নীতিমালা পূরণ;
- ❖ ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিকল্পনাকে যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং যুক্তিযুক্ত হিসাবে অনুমোদন করা।

লাইসেন্স প্রাপ্তির পর ব্যাংকিং কার্যক্রম নিম্নোক্ত আইন ও প্রবিধান দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব হবে:

- ❖ ব্যাংক কোম্পানি আইন;
- ❖ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন;
- ❖ ব্যাংকার্স বুক এভিডেন্স আইন;
- ❖ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন এবং
- ❖ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারিকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ইত্যাদি।

অর্থায়ন: একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা। বর্তমানে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রায় ৫৬৫ (পাঁচশত পঁয়ষট্টি) কোটি টাকা স্থায়ী আমানতে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকে বিনিয়োগ করা রয়েছে। বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে বছরে কম-বেশী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে প্রায় ৩১০ (তিনশত দশ) কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে। উক্ত অব্যয়িত অর্থ, স্থায়ী আমানতের মুনাফা ও অল্পকিছু স্থায়ী আমানত তরল করে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে প্রাপ্ত টাকার মাধ্যমেও ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।

সভায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবী। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে **"কল্যাণ ব্যাংক"** প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি কর্মরত, অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পরিবারের সদস্যগণ খুব সহজে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। কাজেই **"কল্যাণ ব্যাংক"** প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। একইসাথে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে ০১ (এক) টি কমিটি গঠন করা যেতে পারে:

(১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
(৪)	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ ব্যাংক এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক এর নিম্নে নয়)	সদস্য
(৬)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য-সচিব

"কল্যাণ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা ও কমিটি গঠনের প্রস্তাবে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বৃহত্তর কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালনায় একটি ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে **"কল্যাণ ব্যাংক"** প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(খ) **"কল্যাণ ব্যাংক"** প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে ০১ (এক) টি কমিটি গঠন করা হয়:

(১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
(৪)	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ ব্যাংক এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক এর নিম্নে নয়)	সদস্য
(৬)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	সদস্য-সচিব

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৭.০. বিবিধ:

(৭.১) বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ০১ টি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারটির আয়তন প্রায় ৩৪০০ বর্গফুট। কমিউনিটি সেন্টারটি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভাড়া প্রদান করা হয়। ২৫ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তমতে সেন্টারটি ০১ (এক) বেলা ব্যবহারের জন্য সরকারি পর্যায়ে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ভাড়া নির্ধারণ করে ১৫/১২/২০১৬ তারিখ অফিস আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে জেনারেটর চার্জ বাবদ আরো ১,০০০/- (এক হাজার) টাকাসহ

সরকারি পর্যায়ে ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। উক্ত হারে ডিসেম্বর, ২০১৬ মাস হতে হলভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ইতঃমধ্যে ০৭ (সাত) বছর অতিক্রান্ত হলেও হলভাড়া বৃদ্ধি করা হয়নি। বিদ্যুৎ এর দাম বৃদ্ধিসহ কমিউনিটি সেন্টারটির অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সময়ে মতিঝিলের মতো স্থানে বর্ণিত ভাড়া অনেক কম। কাজেই হল ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় নিম্নরূপভাবে হলভাড়া বৃদ্ধি করা যেতে পারে:

	বিদ্যমান ভাড়ার পরিমাণ				**প্রস্তাবিত ভাড়ার পরিমাণ**			
পর্যায়	হলভাড়া	জেনারেটর চার্জ	ভ্যাট (১৫%)	ভ্যাটসহ মোট ভাড়া	হলভাড়া	জেনারেটর চার্জ	ভ্যাট	ভ্যাটসহ মোট ভাড়া
সরকারি	১৫,০০০/-	১,০০০/-	২,৪০০/-	১৮,৪০০/-	২৫,০০০/-	২,০০০/-	৪,০৫০/-	৩১,০৫০/-
বেসরকারি	২০,০০০/-	১,০০০/-	৩,১৫০/-	২৪,১৫০/-	৩০,০০০/-	২,০০০/-	৪,৮০০/-	৩৬,৮০০/-

শর্তাবলী:

(ক) ১ম শিফট সকাল ১১.০০ টা হতে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং ২য় শিফট সন্ধ্যা ৬.০০ টা হতে রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(খ) হল ব্যবহারের পর হলরুম পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য হল ব্যবহারকারীর নিকট হতে অনিয়মিত শ্রমিক সম্মানী/বকশিস বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা আদায় করা যেতে পারে।

(গ) কোন যৌক্তিক কারণে হল বরাদ্দ বাতিল করতে হলে ন্যূনতম ৭২ (বায়াত্তর) ঘন্টা পূর্বে অফিসকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে ২৫% টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা হল বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একাউন্টপেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যেতে পারে।

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তিত ভ্যাটের হার অনুসারে ভ্যাট কর্তন নির্ধারিত হবে।

(ঙ) অফিস কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাবলী আরোপ করতে পারবেন।

বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ০১ (এক) বেলা হল ব্যবহারের জন্য সরকারি পর্যায়ে ভ্যাটসহ ৩১,০৫০/- (একত্রিশ হাজার পঞ্চাশ) টাকা এবং বেসরকারি পর্যায়ে ভ্যাটসহ ৩৬,৮০০/- (ছত্রিশ হাজার আটশত) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। একইসাথে হল ব্যবহারের পর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য হল ব্যবহারকারীর নিকট হতে অনিয়মিত শ্রমিক সম্মানী/বকশিস বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা আদায় করা যেতে পারে মর্মে সভায় উপস্থাপন করা হলে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে নতুনভাবে ভাড়া নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সভায় আলোকপাত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে:

১।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সভাপতি
২।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতি প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতি প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	সুপারভাইজার, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	সদস্য
৫।	উপপরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(৭.২) বোর্ড গঠনে সদস্য কো-অপ্ট:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ২০০৪ সালের ১ নং আইন (বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪) এর মাধ্যমে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ কে একীভূত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ২৯ জানুয়ারি, ২০০৪ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত আইনের ৫ ধারায় বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে বোর্ডের সদস্যদের বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে আইনের ৫ ধারাসহ আরো কিছু ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবা অনুদান বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা আবেদন পুঙ্খানু-পুঙ্খানুভাবে পর্যালোচনা, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী করার নিমিত্ত শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি মেধাবৃত্তি চালুকরণ, বোর্ডের দখলে থাকা ভূমির মালিকানা নিশ্চিতসহ উক্ত ভূমিতে চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নসহ নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ভূমির সংস্থানসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণকে বোর্ডের

সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার প্রয়োনীয়তার বিষয়ে বিস্তারেত আলোচনা হয়। যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব থাকবেন সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচির পর্যায়ে বোর্ডের সদস্য হিসেবে থাকার প্রয়োজনীতা নেই মর্মে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর বোর্ড সদস্য হিসেবে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে কো-অপ্ট করার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়:

(১) সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(২) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
(৩) সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
(৪) সিনিয়র সচিব/সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগ	সদস্য
(৫) সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
(৬) সিনিয়র সচিব/সচিব, ভুমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	সদস্য

(খ) যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব বোর্ডের সদস্য হিসেবে থাকবেন সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবগণকে বোর্ডের সদস্য হতে অব্যহতি প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;

(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(৭.৩) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মোট ০৫ (পাঁচ)টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো "মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে অবহিত। বিদ্যমান মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ওপর নির্ভরশীল মহিলাদের স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে যে সকল ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তন্মদ্ধে বিউটিফিকেশন, ফ্রি-ল্যান্সিং, কনফেকশনারি, ব্লক-বুটিক, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, কম্পিউটার বেসিক কোর্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন উল্লেখযোগ্য।

শুধুমাত্র নামকরণের জন্য পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং তাঁদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। নামের পরিবর্তন করা হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যকে চলমান কোর্সগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি যুগোপযোগী নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে সেগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে বোর্ডের নিজস্ব আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন **"মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"** গুলোর নাম পরিবর্তন করে **"কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"** নামকরণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করলে সভাপতিসহ উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন **"মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"** নাম পরিবর্তন করে **"কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"** নামকরণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঘ) বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানীর পরিমাণ বৃদ্ধি:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বোর্ড সভায় অংশগ্রহণের জন্য বোর্ডের সদস্যগণকে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ০৮ মে, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৩৩তম সভায় সদস্যদের সম্মানী বাবদ ভ্যাটসহ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সময়ে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা সম্মানী যথেষ্ট নয় বিধায় সদস্যদের সম্মানী ভ্যাটসহ ১০ (দশ) হাজার টাকা করা প্রয়োজন।

বোর্ডের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন এবং তাঁদের সম্মানী বাবদ বছরে (৩৪ X ৫০০০ X ৪)/- =৬,৮০,০০০/- (ছয় লাখ আশি হাজার) টাকা ব্যয় হয়। সম্মানী ১০ (দশ) হাজার টাকা করা হলে বছরে ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াবে (৩৪ X ১০০০০ X ৪)/- =১৩,৬০,০০০/- (তেরো লাখ ষাট হাজার) টাকা। অর্থাৎ বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানীর পরিমাণ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার পরিবর্তে ১০ (দশ) হাজার টাকা করা হলে বছরে অতিরিক্ত (১৩,৬০,০০০ - ৬,৮০,০০০)/- =৬,৮০,০০০/- (ছয় লাখ আশি হাজার) টাকার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটে "সম্মানী ভাতা (৩১১১৩৩২)" খাতে ১৫ (পনের) লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বর্তমান সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সরকারের কৃচ্ছতা-সাধন নীতি বিবেচনায় বোর্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সম্মানী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

৮.০। বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দীন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।